চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলার প্রধান আসামির ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমিরদিয়া গ্রামে স্ত্রী নয়ন তারাকে রড দিয়ে হত্যা ও কন্যা শিশুকে আহত করার প্রতিবাদে তার স্বামী আনোয়ার ও অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে পিরোজপুর এলাকাবাসী।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার সামনে মানববন্ধন করে পিরোজপুর এলাকাবাসী ও স্বজনেরা।

উল্লেখ যে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমিরদিয়া গ্রামে স্ত্রী সাদিয়া সুলতানা ওরফে নয়নতারাকে(৩৫) লোহার রড দিয়ে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।মামলায় স্বামী আনোয়ার হোসেন সহ তার ভাই ভাবিকে আসামি করা হয়।

গত মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন নিহতের মা মাছুরা খাতুন। তবে এই মামলার প্রধান আসামি স্বামী আনোয়ার হোসেন কে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে পরকীয়া সম্পর্কে সন্দেহ স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য কহল চলে আসছিলো। এরই জের ধরে সোমবার রাত আটটার সময় তাদের ভিতরে কথাকাটির এক প্রেক্ষিতে লোহার রড দিয়ে স্বামী আনোয়ার হোসেন তার স্ত্রী নয়ন তারাকে লোহার রড দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে এতে ঘটনাস্থলে মারা যান স্ত্রী নয়ন তারা। মাকে ঠেকাতে গিয়ে মাথায় রডের আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস টুনি। আনোয়ার-নয়নতার দম্পত্তির এক ছেলে এক মেয়ে।

এ সময় মানববন্ধন কারী পিরোজপুর এলাকাবাসী ও স্বজনেরা নয়নতারার খুনি স্বামী আনোয়ারের দ্রুত গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গায় হত্যা মামলায় চেয়ারম্যান বিপুল জেল হাজতে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় নির্বাচনী সহিংসতায় নৌকার সমর্থক নিহত মামলায় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতে জামিন আবেদন করলে বিচারক জোহরা খাতুন তা নামঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। একই সাথে ওই মামলার অন্য ২২ জন আসামীর জামিন মঞ্জুর করেন আদালত। ওই মামলার বাকী আসামীরা জামিনে রয়েছেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মার্চ আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ১১ মার্চ সহিসংতায় সংঘর্ষে জড়ান আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী (নৌকা) হায়াত আলী ও বিদ্রোহী প্রার্থী (চশমা) এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের কর্মী-সমর্থকেরা। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৭ জন আহত হন। ঘটনার পরদিন আলমডাঙ্গা থানায় দবির আলীর ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজকে হুকুমের আসামি করে ২৫ জনের নামে মামলা করেন।

গত ২৪ মার্চ সকালে নির্বাচনী সহিংসতায় আহত আওয়ামী লীগ কর্মী দবির আলী (৫৫) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এরপর আগের হত্যাচেষ্টার মামলাটি হত্যা মামলায় পরিণত হয়। প্রতিপক্ষের দায়ের করা মামলায় ২১ মার্চ আলমডাঙ্গার আমলি আদালতে এজাজ ইমতিয়াজসহ তার পক্ষের ১৭ জন উপস্থিত হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। তারপর থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিনে ছিলেন নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল। আজ সোমবার আদালতে হাজিরা দিতে গেলে মামলার হুকুমের আসামী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ১৬ মার্চ আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা

প্রতীকের প্রার্থী হায়াত আলীকে হারিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ ওরফে বিপুল। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন নয়জন। তবে নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম থেকেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী (নৌকা) ও একই কমিটির নির্বাহী সদস্য এজাজ ইমতিয়াজ (চশমা)।

মেহেরপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদ আটক

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল ইজাজে অটোরিকশা চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদকে (২০) আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

নাহিদ সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে ও এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি। সেই সাথে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার বিষয়ে সব তথ্য প্রদান করেছে। শুধুমাত্র তার অটো ছিনতাইয়ের জন্যই আব্দুর রহমানকে হত্যা করে সে। ছিনতাই করা অটোটি মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন নাহিদ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম রাত ১১ টার সময় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে এই হত্যা মামলার অপর দুই আসামি
ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর

গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ।

গত সোমবার (১২ জুন) ভোরের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে।

গত রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর চারদিন আগে নাহিদ চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার কথা বলে অটো চালক আব্দুর রহমানকে ডেকে নেন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

গাংনীতে হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে আপন চাচা শশুর কাজিম উদ্দীন হত্যার অভিযোগ শরিফুল ইসলাম নামের (জামাতা)
এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা আনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্ত শরিফুল ইসলাম কাজীপুর মাঠপাড়া গ্রামের রোমজিতের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১৩ সালের ২৬ মে সন্ধ্যার দিকে কাজীপুর মাঠ পাড়ার কাজিম উদ্দীন একই এলাকার নাজিমুদ্দিনের চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। চা পান করার পর বিল দেয়াকে কেন্দ্র করে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শফিকুল কাজিমুদ্দিনের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে। এ সময় তার সহযোগীরা তাকে কিল ঘুষি মারতে থাকে। ঘটনাস্থলে কাজিমুদ্দীনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহত কাজিমুদ্দিনের পুত্র আবু সাঈদ বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় রোমজিতে ছেলে শরিফুল, মওলা বকসের ছেলে রোমজিতে, খোকা

দফাদারের ছেলে নাজিম, এলাহি বক্সের ছেলে মজনু, মজনুর ছেলে মনির, নাজিরের ছেলে জিয়া, মাওলা বক্সের ছেলে পচু, নাজিমুদ্দিনের মেয়ে মঞ্জু, মিনা, এবং তার স্ত্রী মহিমাকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২৮। জি আর কেস নং৩১২/২০১৩। সেসন মামলা নং ১৫০/২০১৫।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আনোয়ার হোসেন মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে শরিফুল, মন্জু বেগম, মিনা, মহিমা, রমোজিত, নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জ দাখিল করেন। মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে মামলার এক নম্বর আসামি শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ৩০৪ ধারার প্রথম অংশে প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত শরিফুল ইসলামেক যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা।
আনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলার অপর আসামি মঞ্জু বেগম, মিনা, মহিমা, রমোজিত এবং নাজিমের বিরুদ্ধে অনিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পিপি পল্লব ভট্টাচার্য। এবং আসামির পক্ষে একেএম শফিকুল আলম কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে হত্যা মামলায় তরুণের ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামে মাহিন হত্যা মামলায় তার বন্ধু হাজ্জাজ বিন মানিককে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় প্রদান করেন। একই সঙ্গে আসামির ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার অপর আসামী দণ্ডিতের মা হিরাজানকে বেখসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪ টার

সময় স্থানীয় গ্রামের মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় মাহিনের ব্যাটে হাজ্জাজ বিন মানিকের সামান্য আঘাত লাগে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মাহিনের ব্যাট কেড়ে নিয়ে মাথায় আঘাত করে মানিক। মাহিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া মেডিক্যালে অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। সেখানে ৭ দিন চিকিৎসার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি মারা যায় মাহিন। এ ঘটনায় নিহত মাহিনের মামা মাহাবুব হোসেন বাদী হয়ে হাজ্জাজ বিন মানিক ও তার মা হিরাজানকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত শেষে সদর থানার এসআই মেজবাহ উর দারাইন আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন। পরে মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তর হলে সিআইডির উপপরিদর্শক হাসান ইমাম তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগ দাখিল করেন।

মামলায় সরকারি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে হত্যা মামলায় একজনের ৮ বছর কারাদন্ড

গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মাংস বিক্রেতা সুমন হত্যা মামলায় ঘাতক আব্দুল আওয়ালকে ৮ বছর কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস।

দন্ডিত আব্দুল আওয়াল গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের খন্দকারপাড়া এলাকার আবুল কাসেম ওরফে খুশি মন্ডলের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২ মে) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এই রায় প্রদান করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ১৫ জুন বেলা আড়াইটার দিকে নিহত সুমন ব্যবসায়ীক কাজ সেরে বাইসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় আব্দুল আওয়াল তাকে দাঁড়াতে বলেন। দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় ও ঘাড়ের উপর দুটি আঘাত করে আওয়াল। এতে গুরুতর আহত হন সুমন। স্থানীয়রা আহত সুমনকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেন। সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে রেফার্ড করেন।

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এঘটনায় নিহতের পিতা শমসের আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩৪১/৩০২ ধারায় একটি হত্যা মামলা করেন। যার গাংনী থানার মামলা নং ১২, ১৫/০৬/২০১৫ইং, ধারা ১৪৩/৩৪১/৩২৬/৩০৭/১১৪ দ:বি:। সেসন মামলা (দায়রা) নং ২০০/১৭, জি আর কেস নং ১৮৪ /১৫, মামলার তদন্তকারি অফিসার গাংনী থানার উপপদির্শক (এসআই) মুক্তার আলী দীর্ঘ তদন্ত করার পর আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন। মামলাটি ৩৪১/৩০৪ ধারায় অন্তর্ভুক্তি করা হয়। মামলায় মোট ১৪ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে আসামি আব্দুল আউয়াল দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় ৩৪১ ধারায় আব্দুল আওয়াল কে এক মাসের কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হয়। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম কৌশলী ছিলেন।

তবে, মামলার রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মামলার বাদী আবুল কাশেম বলেন, এই রায় আমি মানিনা। রায়ের বিরুদ্ধে আমি উচ্ছ আদালতে অ্যাপিল করবো। দিনে দুপুরে আমার ছেলে সবার সামনে হাতুড়ি পেটা করে হত্যা করলো। সবাই স্বাক্ষী দিলো। অথচ, এই চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় মাত্র ৮ বছরের কারাদন্ড দিলো। এই রায় আমি মানতে পারছিনা।

আসামি পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম বলেন, এই রায়ের মধ্য দিয়ে আদালত ন্যায় বিচার করেছে। আমরা রায়ে সন্তোষ

প্রকাশ করছি।

হরিণাকুন্ডুতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলি হত্যা মামলায় তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

রোববার (৫ মার্চ) ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমান অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

দন্ডিতরা হলো-ওই গ্রামের এলেম মন্ডলের ছেলে আসাদুল হক, আলী মন্ডলের ছেলে খাকচার আলী মন্ডল ও খাকচার মন্ডলের ছেলে আনিচুর রহমান মন্ডল।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা জানান, ২০১৪ সালের ৭ জুলাই হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলিকে মোবাইলে ডেকে নিয়ে যেয়ে আসাদুল হককে হত্যা করে। পরে ৯ জুলাই সকালে গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে তার মাটিচাপা দেওয়া লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আসামীরা তাকে মাথায় আঘাত করে, সাইকেলের টিউব দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুতে রাখে।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে ২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত রোববার আসামী আসাদুল হক, খাকচার আলী মন্ডল ও আনিচুর রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন। মামলা চলাকালে আসামী তোয়াজ উদ্দিন মারা যাওয়ায় তাকে মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শৈলকুপায় হত্যা মামলার পলাতক আসামী ৯ বছর পর গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হত্যা মামলার পলাতক আসামী ইসাহাক আলীকে ৯ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ভোর রাতে রাজাবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার ধর্মতলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে শৈলকুপা উপজেলার চতুরা গ্রামের মৃত মাহমুদ আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানী কোমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ইশতিয়াক হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে শৈলকুপার চাঞ্চল্যকর আইয়ূব আলী মন্ডল হত্যা মামলার আসামী রাজবাড়ী জেলায় আত্মগোপনে আছে। পরে পুলিশ রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকন্দি থানার ধর্মতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামী ইসাহাক আলীকে গ্রেফতার করে। মামলার পর থেকে আসামী দীর্ঘ ৯ বছর ধরে পলাতক ছিলো।

শৈলকুপা উপজেলার চতুড়া গ্রামে নেকবার মন্ডল ও আইয়ূব আলী মন্ডলের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে ১১ এপ্রিল ২০১৪ সালে ইসাহাক আলীসহ তার সহযোগীরা আইয়ূব আলীকে কুপিয়ে মারাত্ম জখম করে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে নিহতের ভাই শওকত আলী মন্ডল শৈলকুপা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামী কে শৈলকুপা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে হত্যা মামলার প্রধান

আসামি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বুলুয়ারা(৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি আহসান আলী(৩৫) কে গ্রেপ্তার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শরিয়তপুর জেলার সখিপুর থানাধীনচর কমরিয়া ইউনিয়নের মোল্লার হাট পেদা মার্কেটের নাজমুলের হোটেলের সামনে হইতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত, আহসান আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর হঠাৎপাড়া এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আব্দুল আলিম জানান, গত ২০ ফেব্রুয়ারি অজ্ঞাত পরিচয় মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের মাঠের একটি গমক্ষেত থেকে লাশ উদ্ধার করে মুজিবনগর পুলিশ। পরে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদ প্রচারের পর গাঙ্গে উপজেলার নিশিপুর গ্রামের মৃত রফিকুল ইসলামের স্ত্রী বুলুয়ারা খাতুন (৩৫) লাশ বলে শনাক্ত করে তার আত্মীয়রা।

এ ঘটনায় নিহত ভাই আব্দুল হামিদ মুজিবনগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-০৮, তারিখঃ ২১-০২-২৩। এরপর থেকেই আসামি আটকের জন্য মাঠে নামে মুজিবনগর থানা ও জেলা ডিবি পুলিশের টিম।

পরবর্তীতে চাঁদপুর, শরীয়তপুর, ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হয়। অভিযান চলাকালে তথ্যগত প্রযুক্তির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখ দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেলার ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও শরিয়তপুর জেলার সখিপুর থানা পুলিশের সহায়তায় সখিপুর থানাধীন চরকমরিয়া ইউনিয়ন এর মোল্লার হাট পেদা মার্কেটে নাজমুলের হোটেলের সামনে থেকে আহসান আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লখ্যঃ বুলুয়ারা খাতুনের স্বামী রফিকুল ইসলাম মারা যাওয়র পর, একটি কন্য সন্তান রেখে দুই বছর পূর্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের আহসান আলীর সাথে বিয়ে করে। বিয়ে পর থেকে তাদের মধ্যে প্রায় সময় ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাক। এর কারণ আহসান ছিল মেয়ে লোভি। গত দেড়বছরে আগেও বামন্দী রানা সিনেমা হলের পেছনে জুতারপেটা করেছিলেন বুলুয়ারা। বুলুয়ারা মুত্যুর পর সেই জুতা পেটার ছবি সামাজিক গণমাধ্যম ফেজবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। গত শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি)বুলুয়ারার নিশিপুর গ্রামে তার মেয়ের সাথে দেখা করে

দ্বিতীয় স্বামীর বাড়ি পিরাজেপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে নিখোঁজ হন। গত সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে মহাজনপুর গ্রামের একটি ইটভাটার কাছে গমক্ষেত থেকে অজ্ঞাত নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল।

কার্পাসডাঙ্গায় হত্যা মামলায় দুইজনের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় হত্যা মামলার দুই আসামিকে ১০ বছর করে সাজা দেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিচাকর মাসুদ আলী আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামের রজব আলীর ছেলে নজরুল (৪০) ও একই এলাকার আজ্জেল মোড়লের ছেলে ইস্রাফিল (৪৩)।

আদালত সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামে সিমিরখালীর মাঠে ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর সকাল ৭টার দিকে জমি নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে একই এলাকার শাহাদৎ মন্ডলের ছেলে স্বার্থক আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার পরদিন স্বার্থক আলীর ছেলে বরকত আলী বাদী হয়ে একই গ্রামের রজব আলীর ছেলে নজরুল, মরহুম আজ্জেল মোড়লের দুই ছেলে ইস্রাফিল ও শহিদুল এবং নজরুলের ছেলে তামিমকে আসামি করে ৩৪১, ৩০২ ও ৩৪ ধারায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই আসামিরা পালিয়ে থাকলেও ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ চুয়াডাঙ্গা আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

পরে আসামিরা জামিনে মুক্ত হয়। বাদী পক্ষের ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষগ্রহণ শেষে দীর্ঘ ১০ বছর পর বিজ্ঞ বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আসামি নজরুল ও ইস্রাফিলকে ১০ বছর কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর দুই আসামি শহিদুল ও তামিমকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।